ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 114 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১১৪ ● কলকাতা ● ১৪ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● মঙ্গলবার ● ২৮ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 273

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

অনেক লোক তার জন্য গাঁজার সাহায্য নেয়, আর তাকে দমনের চেষ্টা করে, অনেকে ভেষজ ঔষধ (লতা-মূল ইত্যাদি) খায়।

এইসব শারীরিক স্তরে করার দরকারই নেই। কামনাবাসনাতে স্ত্রী তৃপ্তি পেতে পারে, পুরুষ নয়। এটা উভয়ের শারীরিক গঠনের কারণ হয়। **ক্রমশঃ**

ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তের চাকরির মেয়াদ ছ'মাস বাড়িয়ে দিল শাহের মন্ত্রক!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তের চাকরির মেয়াদ ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধি করল কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। আগামী ৩০ এপ্রিল তাঁর অবসর ছিল। ওই মেয়াদ আরও ছয় মাস বৃদ্ধি হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়ে এমন নির্দেশই দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।নির্বাচন কমিশন বার বার জানিয়েছিল, রাজ্যে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন করাতেই আমলা এবং পুলিশস্তরে রদবদল করা হয়েছে। রাজ্যে ২৩ এপ্রিল ছিল প্রথম দফার ভোট। ৯৩ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফার ১৫২টি আসনে ভোটদানের হার। মোটের উপরে সেই নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ভাবেই মিটেছে বলে জানিয়েছে কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী

এরপর ৩ পাতায়

হাতির হানায় ভাঙল ঘর,ক্ষতি ফসলের

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

রবিবার রাতে একাধিক গ্রামে হামলা চালায় জলদাপাড়ার হাতির দল। প্রথমে ফালাকাটা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাইচেঙ্গা গ্রামে ঢুকে পড়ে ৬-৭টি হাতির একটি দল। এখানে মধুসুদন চন্দের ভুট্টা, মিষ্টিকুমড়ো,লাউ খেতের ক্ষতি করে। গোপাল চন্দের পাট খেত মাড়িয়ে নষ্ট করে। কলা বাগানও তছনছ করে। এরপর নিত্য মন্ডলের রান্না ঘরের বেড়া ভেঙে দেয়। সেখানে লাউ খেতের ক্ষতি করে। তারপর চলে যায় গীতারানী সরকার নাকে এক বৃদ্ধার বাড়িতে। অল্পের জন্য তিনি বেচে যান। তার রান্না ঘরের বেড়া ভেঙে এক বস্তা ধান সাবাড় করে। বৃদ্ধা বলেন,আমি চোখে কম দেখি। একবারে হাতির সামনে পড়ে যায়। অল্পের জন্য জীবন রক্ষা হয়।

একই রাতে আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের যোগেন্দ্রনগর গ্রামে আবার দুটি হাতি তান্ডব চালায়। এখানে বিশেশ্বর বর্মনের রান্না ঘরের টিনের বেড়া ভেঙে ফেলে। দুই কুইন্টাল ধান সাবাড় করে। এভাবে হাতির হানায় এলাকার মানুষ আতঙ্কিত। যদিও জলদাপাড়া বন দপ্তর জানিয়েছে,ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আর নজরদারিও চলছে।

দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র জগদ্দল, গুলিবিদ্ধ CISF জওয়ান!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্যারাকপুর: ফের উত্তপ্ত জগদ্দল। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে রণক্ষেত্র বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের গড়। তুমুল ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে তৃণমূল-বিজেপি দুই পক্ষই। সূত্রের খবর, জগদ্দলের আটচালা বাগানে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে দুই দলের কর্মী-সমর্থকরা। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত যে নিয়ন্ত্রণে নামানো হয়েছে পুলিশ ও RAF-কে।ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে থমথমে জগদ্দল থেকে ভাটপাড়া। এই বিষয়ে ভাটপাড়ার বিজেপি প্রার্থী পবন সিং বলেন, 'কোথাও কিছু নেই। এসে দেখি আমার বাড়িতে গুলি, বোমা চলেছে। আমার নিরাপত্তারক্ষী জখম।'ঘটনার সূত্রপাত, আজ, রবিবার সন্ধ্যায়, আটচালা বাগান এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপির কর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। সেই বিষয়ে অভিযোগ জানাতে জগদ্দল থানায় যান এলাকার বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার। অভিযোগ, তখনই নাকি

রাজেশ কুমারের উপর হামলা চালায় তৃণমূলের কর্মীরা। ইটবৃষ্টি করা হয়। আহত হন প্রার্থীর সঙ্গে থাকা কয়েকজন বিজেপি কর্মীও।

তারপরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে জগদ্দল থানায় যান নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। অভিযোগ, অর্জুন সিং ও তাঁর দলবল তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা চালায়। তাতে একজন কর্মী জখম হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তারপরেই অশান্তি আরও বেড়ে যায়। তৃণমূল ও বিজেপির কর্মীদের থানার বাইরে বের করে গেটে তালা দিয়ে দেন আইসি। অভিযোগ, জগদ্দল থানার সামনে ঝামেলার পর কয়েকজন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ভাটপাড়ায় অর্জুন সিংয়ের পুত্র পবনের বাড়িতে যান। যদিও তখন বাড়িতে ছিলেন না অর্জুন পুত্র পবন সিং। তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করেই বোমা হামলা ও গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে। সেই গুলি গিয়ে লাগে পবন সিংয়ের নিরাপত্তারক্ষী এক সিআইএসএফের পায়ে। তাঁকে গুরুতর জখম অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে।

তৃণমূল হারুক বা জিতুক, ৪ মে দুপুর ১২টার পর দেখে নেব!'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শেষলগ্নের প্রচারে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আরামবাগে তাঁর সভায় যাওয়ার পথেই আক্রমণের শিকার হয়েছেন সাংসদ মিতালি বাগ। এদিন সভা থেকেও মিতালির ওপর হামলা নিয়ে সোচ্চার অভিষেক। আহত মিতালিকে দেখতে হাসপাতালেও যান অভিষেক।সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ আহত তৃণমূল নেত্রী বলেন, ''আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আরামবাগে অভিষেকদার সভায় যাচ্ছিলাম। সেই সময় বিজেপির দুষ্কৃতীরা আমার উপর হামলা করে। গোঘাটে গাড়ি ভাংচুর করেছে। এখনও ভোট শুরু হয়নি, আপনারা দেখুন কীভাবে কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে লাঠিসোটা বন্দুক দিয়ে মেরেছে। গোটা গায়ে কাচ লেগেছে। বিজেপির গুণ্ডাবাহিনী আমার গাড়ি ভাংচুর করল। কোনওরকম আমার প্রাণটা বেঁচেছে। এত বড় বড় পাথর, মোটা মোটা লাঠি আর বন্দুক দেখাচ্ছে। আমাকে বলছে তুই নাম তোকে মেরে ফেলব। ''তিনি বলেন, ''আরামবাগের স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে। ৪ তারিখ এখানেও ডিজে বাজবে।

খেলা ওরা শুরু কোরেছে মিতালির ওপর আক্রমণ করে। শেষ আমি করব। যারা আজ মিতালীর ওপর হামলা চালিয়েছে তোমাদের প্রত্যেকের ওপর আমার নজর

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

তৃণমূল হারুক বা জিতুক, ৪ মে দুপুর ১২টার পর দেখে নেব!'

রয়েছে।হামলাকারীদের বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে আছে, তোমাদের প্রত্যেককে শনাক্ত করতে আমরা সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখব।''

তিনি আরও বলেন, ''তোমরা একজন তফসিলি জাতিভুক্ত মহিলা নেত্রীর ওপর হামলা চালিয়েছ। ৪ঠা মে-র পর, আরামবাগে তৃণমূল জিতুক বা না জিতুক-এই এলাকার দায়িত্ব আমার হাতেই থাকবে। ৪ঠা মে দুপুর ১২টার পর আমি দেখে নেব, কোন বিজেপি নেতার সেই হিম্মত আছে, আর দিল্লির কোন বিজেপি নেতা তোমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়!''

প্রসঙ্গত, হুগলির গোঘাটে আক্রান্ত আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ। অভিযোগ, গোঘাট হাসপাতালের সামনে মিতালি বাগের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। আক্রান্ত হওয়ার পর ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান তৃণমূল নেত্রী মিতালি বাগ। আরামবাগে অভিষেকের সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য আসছিলেন, অভিযোগ গোঘাটে তাঁকে আক্রমণ করা হয়।

(১ম পাতার পর)

তৃণমূল হারুক বা জিতুক, ৪ মে দুপুর ১২টার পর দেখে নেব!'

আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার অগ্রবাল বলেন, ''ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও গন্ডগোলের অভিযোগ নেই। সর্বত্র সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ছিল। আগে ওই সমস্ত কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যেও অশান্তি হত। বুথের বাইরে কয়েকটি অশান্তির অভিযোগ এসেছে। তবে কোথাও কোনও মৃত্যুর খবর নেই।''

কমিশন জানিয়েছে, প্রথম দফার ভোট ১৬টি জেলার যে সব বুথে হয়েছে, কোথাও পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোট। তার আগে ডিজিপি সিদ্ধনাথের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি বদল করেছিল কমিশন। ডিজিপি পদ থেকে পীযূষ পাণ্ডেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর জায়গায় রাজ্যের নতুন ডিজিপি হন সিদ্ধনাথ। তিনি ১৯৯২ ব্যাচের আইপিএস। সেই সঙ্গেই বদল করা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের কমিশনার, রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) এবং ডিজি (কারা) পদে। এ বার রাজ্যের ডিজি সিদ্ধনাথের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটির সচিবালয় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, সিদ্ধনাথের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটি। তারা জানিয়েছে, জনস্বার্থে ১৯৫৮ সালের অল ইন্ডিয়া সার্ভিস (ডেথ কাম রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস) আইনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে সোমবারই রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালার কাছে চিঠি দিয়ে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার পরে রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকেও বদলি করেছিল কমিশন। মুখ্যসচিব পদ থেকে নন্দিনী চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেয় তারা। তাঁর জায়গায় নিয়োগ করা হয় দুষ্মন্তকে। সরানো হয় রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাকেও। নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব করা হয় সংঘমিত্রা ঘোষকে। তার পরে ক্রমে একঝাঁক পুলিশ কর্তা এবং আধিকারিকদের বদলি করে কমিশন। রাজ্যের ডিজি পদে বসেন সিদ্ধনাথ। এ বার তাঁর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হল।

বাংলায় এসেই ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীরকে চমকালেন যোগী রাজ্যের সিংহম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পেয়েই অ্যাকশনে নামলেন উত্তরপ্রদেশের 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' হিসেবে পরিচিত আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মা। এবারের ভোটে তাঁকে এ রাজ্যের পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। ভোটের ২ দিন আগে কাজে যোগ দিয়েই কড়া দাওয়াই দিলেন

'সিংঘম'।এই ভিডিও ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও ভিডিওটির সত্যতা ও প্রেক্ষাপট নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে শাসকদলের বিরুদ্ধে চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, পুরো ঘটনাটিই

এরপর ৬ পাতায়

কিরগিজস্থানের বিসকেক-এ সাংহাই সহযোগিতা সংগঠনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল, ২০২৬

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং ২৮ এপ্রিল কিরগিজস্থানের বিসকেক-এ সাংহাই সহযোগিতা সংগঠন (এসসিও)-এর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। এই বৈঠকে সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করবেন। এছাড়াও, আন্তর্জাতিক স্তরে শান্তি বজায় রাখা, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা করা হবে।

পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভূত ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার আবহে এ বছরের সাংহাই সহযোগিতা সংগঠনের বৈঠক বসতে চলেছে। এই অঞ্চলের বৃহৎ এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনটি উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা করবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিশ্বজুড়ে নিরাপত্তা ক্ষেত্রের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় শান্তি বজায় রাখতে ভারতের অঙ্গীকারের বিষয়টি তুলে ধরবেন। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারতের আপোসহীন নীতি উপস্থাপনার পাশাপাশি তিনি অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে কয়েকটি দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন।

চিনের সাংহাই-এ ২০০১ সালের ১৫ জুন এসসিও গড়ে তোলা হয়। ভারত, রাশিয়া, চিন, কাজাখস্তান, কিরগিজস্থান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, ইরান এবং বেলারুশ – এই আন্তঃসরকারি সংগঠনের সদস্য। ২০১৭ সালে ভারত এই সংগঠনের পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা লাভ করে। ২০২৩ সালে সংগঠনের প্রধানের দায়িত্ব ভারতের ওপর বর্তায়।

সম্পাদকীয়

ভারতে বিভিন্ন জনপরিসরে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক পরিষেবা" সংক্রান্ত পরামর্শপত্র প্রকাশ করল ট্রাই

টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা ট্রাই আজ "ভারতে বিভিন্ন জনপরিসরে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক পরিষেবা" সংক্রান্ত পরামর্শপত্র প্রকাশ করেছে।

এই নথিতে নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, জনপরিসরে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক পরিষেবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ তুলে ধরার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সবপক্ষের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে।

অন্যান্য দেশে ওয়াই-ফাই পরিষেবা, দেশে এই পরিষেবার বর্তমান পরিসর ও মান, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সহ সংশ্লিষ্ট নানা পক্ষের ভূমিকা ও দায়িত্ব, অনুমোদন – যাচাই – বিলিং এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজস্ব সংগ্রহের বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে সেখানে।

এই নথি পাওয়া যাবে ট্রাই – এর www.trai.gov.in – এই ওয়েবসাইটে। এই বিষয়ে ২৫ মে পর্যন্ত মতামত পাঠানো যেতে পারে। কোনও বিষয়ে আরও প্রশ্ন থাকলে তা জানিয়ে দিতে হবে ৮ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত।

মতামত জানাতে হবে advbbpa@trai.gov.in – এই ই-মেলে। এর প্রতিলিপি পাঠাতে হবে jtadvbbpa-1@trai.gov.in – এই ই-মেলে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে +91-11 20907757 – এই নম্বরটিতে কল করে ট্রাই – এর ব্রডব্যান্ড অ্যান্ড পলিসি অ্যানালিসিস বিভাগের পরামর্শদাতা ডঃ আব্দুল কাইয়ুমের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চৌদ্দতম পর্ব)

রাজ ছিলেন। তার স্থায়ী বসতি ছিল আলাতল লোক (ভূমন্ডলের ১০,৮৮,০০০ কি.মি. দক্ষিনে) যেখানে ফ্লায়িং সসার নির্মিত হয়। ময়দানবের অনুসায়ী মগরা তাদের সেই বসতির স্থানকে 'অমরক' (Amaraka) নামে ডাকত। কেননা অসুরেরা প্রয়ই মনে করে মৃত্যু তাদের কিছুই করতে পারবে না। তাই তারা তাদের মাতৃভূমিকে স্বর্গ মনে করত। আর এজন্যই এই নাম পরবর্তীতে আমেরিগো ভেসপুচ্চি (Amerigo vespucci) এটিকে বর্তমানে আমেরিকা নামে পুনস্থাপন করে। তেমনি ভারতবর্ষের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

প্রধানমন্ত্রী স্বার্থশূন্য সেবার মনোভাব তুলে ধরে একটি সংস্কৃত সুভাষিতম ভাগ করে নিয়েছেন

নতুন দিল্লি ২৭ এপ্রিল ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী একটি সংস্কৃত সুভাষিতম ভাগ করে নিয়েছেন, তুলে ধরেছেন নাগরিকদের মধ্যে স্বার্থহীন সেবার মনোভাবকে:

"ছায়ামন্যস্য কুর্বন্তি তিষ্ঠন্তি স্বয়মাতপে।

ফলান্যপি পরার্থায় বৃক্ষাঃ সৎপুরুষা ইব।।"

সুভাষিতমটির অর্থ, "গাছ কড়া সূর্যের আলো নিজেরা সহ্য করে, কিন্তু, অন্যকে তারা ছায়া দেয়। তাদের ফলগুলিও অন্যদের জন্য। বৃক্ষ হল স্বার্থহীন এবং মহান পুরুষের মতো যাঁরা সবসময় অন্যকে স্বাচ্ছন্দ্য এবং সাহায্য দেন।"

শ্রী মোদী বলেছেন যে, দেশের প্রকৃত শক্তি তার নাগরিকদের স্বার্থহীন সেবার মনোভাবে নিহিত। এটি মানুষকে অন্যদের কাছ থেকে শিখতে অনুপ্রাণিত করে এবং আমাদের সমাজকে করে তোলে আরও শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং সহমর্মী।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাম্রলিপ্ত ছিল দামল বা তামল জাতির রাজ্য, হরপ্রসাদ মনে করেছেন।

জাতির নাম বহুবচনে লেখার প্রথা ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সাধারণ নির্বাচন এবং উপ-নির্বাচন ২০২৬ : পশ্চিমবঙ্গে বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মূল্যমান ৫১০ কোটি টাকারও বেশি

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল, ২০২৬

ভারতের নির্বাচন কমিশন ১৫ই মার্চ, ২০২৬ তারিখে আসাম, কেরল, পুদুচেরী, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাগুলির সাধারণ নির্বাচন এবং উপ-নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করেছে। কমিশন সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারগুলিকে আদর্শ আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে।

কমিশন নির্বাচনমুখী রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং সেগুলির সীমান্তবর্তী রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্য সচিব, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, পুলিশ মহাপরিচালক ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন এনফোর্সমেন্ট বা প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধানদের সাথে একাধিক পর্যালোচনা বৈঠক করেছে এবং তাঁদের একটি হিংসামুক্ত, ভীতিমুক্ত ও প্রলোভনমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে।

এই বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, রাজ্যজুড়ে ২,৭২৮টিরও বেশি 'ফ্লাইং স্কোয়াড টিম' মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে প্রাপ্ত অভিযোগগুলির নিষ্পত্তি ১০০ মিনিটের মধ্যে করা সম্ভব হয়। এছাড়া, বিভিন্ন স্থানে আকস্মিক নাকা-চেকিং বা তল্লাশি চৌকি স্থাপনের জন্য ৩,১৪২টিরও বেশি 'স্ট্যাটিক সার্ভিল্যান্স টিম' মোতায়েন করা হয়েছে। অবৈধ মদের উৎপাদন, মজুত এবং বিতরণের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে 'নির্বাচন বাজেয়াপ্তকরণ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা' চালু হওয়ার পর থেকে, ২৭শে এপ্রিল, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ৩০ কোটি টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ৪৮,৪৬,১৮৩ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে, যার বাজার মূল্য ১২৬.৮৫ কোটি টাকা। এছাড়াও, ১১০.১২ কোটি টাকার মাদক ৫৮.২৮ কোটি টাকার মূল্যবান ধাতুর পাশাপাশি, আরও ১৮৪.৮৫ কোটি টাকার অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ৫১০.১০ কোটি টাকার বেআইনি পণ্য বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ৩৩৯ কোটি টাকার বেআইনি পণ্য।

২০২৭-এর পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে ৩১ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল, ২০২৬

২০২৭-এর সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে যে পদ্ম পুরস্কার ঘোষণা হবে তার জন্য মনোনয়ন/ সুপারিশ শুরু হয়েছে ১৫ মার্চ ২০২৬ থেকে। পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনয়নের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই ২০২৬। পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন / সুপারিশ শুধুমাত্র গৃহীত হবে অনলাইনে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পোর্টাল (https://awards.gov.in).- এ।

পদ্ম পুরস্কার অর্থাৎ পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার। ১৯৫৪ সালে শুরু হওয়া এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয় প্রতি বছর সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে। এই পুরস্কারের লক্ষ্য বিশিষ্ট কাজকে স্বীকৃতিদান এবং এটি দেওয়া হয় শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষা, ক্রীড়া, চিকিৎসা, সামাজিক কাজ, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং, জনবিষয়ক, সিভিল সার্ভিস, বাণিজ্য ও শিল্প ইত্যাদির মতো সর্বক্ষেত্রে / বিভাগে বিশিষ্ট এবং ব্যাতিক্রমী সাফল্য/ সেবার জন্য। জাতি, পেশা, পদ অথবা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি এই পুরস্কারের জন্য যোগ্য। চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানী ব্যতীত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কর্মরত সহ সরকারি কর্মচারীরা পদ্ম পুরস্কারের জন্য যোগ্য বিবেচিত হন না।

পদ্ম পুরস্কারকে জনগণের পদ্মতে রূপান্তর করতে সরকার দায়বদ্ধ। সেইজন্য সকল নাগরিককে অনুরোধ করা হচ্ছে স্ব-মনোনয়ন সহ মনোনয়ন / সুপারিশ করতে। মহিলা, সমাজের দুর্বল শ্রেণী, তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি, দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি এবং যাঁরা সমাজের সেবা করছেন স্বার্থহীনভাবে তাঁদের মধ্য থেকে যাঁদের উৎকর্ষ এবং সাফল্য প্রকৃতই স্বীকৃত হওয়া উচিত, সেইসব প্রতিভাকে চিহ্নিত করতে একযোগে প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে।

উপরোক্ত পোর্টালে দেওয়া ফরম্যাটে নির্দিষ্ট করে সকল প্রাসঙ্গিক বিবরণ সহ মনোনয়ন/ সুপারিশ করতে হবে। যারমধ্যে থাকবে ভাষ্যের আকারে একটি শংসাপত্র (সর্বোচ্চ ৮০০ শব্দ), যা স্পষ্টভাবে সুপারিশকৃত ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র বা বিভাগে বিশিষ্ট এবং ব্যাতিক্রমী সাফল্য বা সেবার কথা লেখা থাকবে।

এই সংক্রান্ত পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওয়েবসাইট (https://mha.gov.in) এবং পদ্ম অ্যাওয়ার্ডস পোর্টাল (https://padmaawards.gov.in)-এ 'অ্যাওয়ার্ডস অ্যান্ড মেডালস' শিরোনামে। এই পুরস্কার সংক্রান্ত বিধি নিয়মগুলি পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে এই লিঙ্ক

প্রধানমন্ত্রী 'মন কি বাত'-এর ১৩৩ তম পর্বে তাঁর ভাষণের কিছু ঝলক শেয়ার করেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

[দ্বিতীয় পর্ব]

বন্ধুরা, আজ এই বায়ুশক্তিই ভারতের বিকাশের নতুন কাহিনী রচনা করছে। ভারত সম্প্রতি বায়ুশক্তি অর্থাৎ উইন্ড এনার্জিতে বড় সাফল্য অর্জন করেছে। এখন ভারতের বায়ুশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ৫৬ গিগাওয়াটের বেশি হয়ে গিয়েছে। গত এক বছরেই প্রায় ৬ গিগাওয়াট নতুন ক্ষমতা যুক্ত হয়েছে। বায়ুশক্তিতে ভারত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

বন্ধুরা, আজ ভারত বায়ুশক্তি উৎপাদন ক্ষমতায় বিশ্বে চতুর্থ স্থানে আছে। এটি আমাদের ইঞ্জিনীয়ারদের পরিশ্রম, এটি আমাদের তরুণদের পরিশ্রম, এটি দেশের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তির প্রতীক।

বন্ধুরা, গুজরাত, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান – দেশের অনেক রাজ্য এই ক্ষেত্রে নিজেদের সাফল্যের পতাকা উড্ডীন করেছে। গুজরাতের কচ্ছ, পাটন, বনাসকাঁঠা-র মত অঞ্চল, যেখানে আগে শুধু মরুভূমি দেখা যেত, আজ সেখানে বড় রিনিউয়েবল এনার্জি পার্ক তৈরি হচ্ছে। এর সুফল তরুণরা পাচ্ছেন, নতুন সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, নতুন দক্ষতা বিকশিত হচ্ছে, কর্মসংস্থানের নতুন পথ খুলছে।

বন্ধুরা, ভারতের উন্নয়নের জন্য সৌর ও বায়ু শক্তি অপরিহার্য। এটি শুধু পরিবেশের প্রশ্ন নয় – এটি আমাদের ভবিষ্যতের সুরক্ষা। এতে আমাদের সবার ভূমিকা আছে। আমাদের বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে হবে, আমাদের পরিচ্ছন্ন শক্তি, ক্লিন এনার্জি গ্রহণ করতে হবে। দেশে প্রতিটি স্তরে এমন প্রচেষ্টা জরুরি। কারণ এগুলো থেকেই বড় পরিবর্তন আসে।

বন্ধুরা, মে মাসের সূচনা এক পবিত্র ক্ষণের সঙ্গে হতে চলেছে। কয়েকদিন পরেই আমরা বুদ্ধপূর্ণিমা উদযাপন করব। আমি সকল দেশবাসীকে আমার অগ্রিম শুভকামনা জানাই। ভগবান গৌতম বুদ্ধের জীবনের বার্তা আজও একইরকম প্রাসঙ্গিক। উনি আমাদের শিখিয়েছেন যে, শান্তির সূচনা আমাদের অন্তরে হয়। তিনি বলেছেন, নিজেকে জয় করা হলো সবচেয়ে বড় জয়। আজ বিশ্ব সংঘর্ষময় ও উত্তেজনাপ্রবণ, এমন সময়ে বুদ্ধের চিন্তাভাবনা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বন্ধুরা, দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে একটি সংস্থা ভগবান বুদ্ধের ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। লাদাখে জন্ম নেওয়া ড্রুবপোন ওটজার রিনপোচের প্রদর্শিত পথে কাজ চলছে। এই সংস্থা ধ্যান ও করুণাকে মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করছে। কচিগুয়াজ উপত্যকায় তৈরি হওয়া স্তূপ মানুষকে শান্তির অনুভূতি দিচ্ছে। সত্যিই এটি দেখে গর্ব হয়। ভারতের প্রাচীন ধারা বিশ্বে পৌঁছে যাচ্ছে। দূর দূরান্তের মানুষও এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন।

বন্ধুরা, বৌদ্ধ পরম্পরা আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়াও শেখায়। ভগবান বুদ্ধ একটি বৃক্ষের নিচে বোধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতি আমাদের

ক্রমশঃ

(৩ পাতার পর)

বাংলায় এসেই ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীরকে চমকালেন যোগী রাজ্যের সিংহম

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে ভোটের আগে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা চলছে। ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গিরের বক্তব্য, ''বিজেপির হয়ে এসব কাজ করছে পুলিশ। নিজেরাই অশান্তি বাঁধানোর চেষ্টা করছে। আমি বলছি, কোনও লাভ হবে না। এখানে বিজেপির জমানত বাজেয়াপ্ত হবে।'' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অজয় পাল শর্মার মতো কঠোর ভাবমূর্তির অফিসারের উপস্থিতি ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তবে একইসঙ্গে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ যে রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য।দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়, ক্যানিং, মিনাখাঁ, বাসন্তীর মতো একাধিক এলাকা বারবার রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হওয়ার খবর মিলেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার ফলতার তৃণমূল প্রার্থীর নাম করে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিলেন অজয় পাল শর্মা। তাঁর কথায়, ''ভালো করে শুনে রাখুন, বদমাইশি করলে এমন চিকিৎসা হবে না...তখন কান্নাকাটি করে লাভ হবে না।'' অজয় পাল শর্মার এই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। তবে ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি 'সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল'।

ভাইরাল ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা ফলতা এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির কাছে গিয়ে সরাসরি তাঁর পরিবারকে সতর্ক করছেন। তাঁর সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তাঁদের সামনেই 'সিংঘম' বলেন, ''সবাই কান খুলে শুনে রাখুন, কোনও ঝামেলা করলে এমন চিকিৎসা করব না...এখানে জাহাঙ্গিরের পরিবারের লোকজন আছে। তাদের বলছি, ওর লোকজন নাকি হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে শুনছি। ওকে বলে দেবেন এসব করলে আমি কিন্তু সব খবর নেব। পরে এমন করব তখন কেঁদেকেটেও লাভ হবে না।''

রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট শান্তিপূর্ণভাবে করতে নতুন করে মোট ১১ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। তার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সবচেয়ে বেশি - ৩ জন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম আইপিএস অজয় পাল শর্মা। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ডিআইজি এই আইপিএস পরিচিত 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' হিসেবে। এমন একজনকে কেন বঙ্গভোটের দায়িত্ব দেওয়া হল, তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে তৃণমূল।ভাইরাল ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মা ফলতা এলাকার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির কাছে গিয়ে সরাসরি তাঁর পরিবারকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তাঁদের সামনেই 'সিংঘম' বলেন, ''সবাই কান খুলে শুনে রাখুন, কোনও ঝামেলা করলে এমন চিকিৎসা করব না...এখানে জাহাঙ্গিরের পরিবারের লোকজন আছে। তাদের বলছি, ওর লোকজন নাকি হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে শুনছি। ওকে বলে দেবেন এসব করলে আমি কিন্তু সব খবর নেব। পরে এমন করব তখন কেঁদেকেটেও লাভ হবে না।''

সিনেমার খবর

cinema TV

এক যুগ পর সালমানের টুইটের জবাব দিলেন প্রীতি জিনতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইপিএল মৌসুম এলেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের একটি পুরোনো টুইট নিয়ম করে ভাইরাল হয়। ২০১৪ সালে করা সেই এক লাইনের টুইট নিয়ে দীর্ঘ এক যুগ পর অবশেষে মুখ খুললেন পাঞ্জাব কিংসের মালিক ও অভিনেত্রী প্রীতি জিনতা।

২০২৬ আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে নিজের দলের দাপুটে জয়ের পর উচ্ছ্বসিত প্রীতি অত্যন্ত রসিকতার ছলে সালমানের সেই বহুচর্চিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল ২০১৪ সালের ২৮ মে। সেদিন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে পাঞ্জাব কিংসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের সময় সালমান খান টুইট করেছিলেন, প্রীতির দল কি জিতেছে? কাকতালীয়ভাবে সেই ম্যাচে পাঞ্জাব হেরে গিয়েছিল। এরপর থেকে প্রতি বছর আইপিএল চলাকালীন নেটিজেনরা মজার ছলে এই টুইটটি শেয়ার করেন। গত বৃহস্পতিবার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে তাদের ঘরের মাঠে হারানোর পর এক অনুরাগী প্রীতিকে সালমানের সেই পুরোনো টুইটের কথা মনে করিয়ে দিলে তিনি হাসিমুখে ফিরতি জবাবে লেখেন, ইয়েস ইয়েস ইয়েস।

চলমান আইপিএলে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ২৪তম ম্যাচে পাঞ্জাব কিংস পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে পরাজিত করে। মুম্বাইয়ের দেওয়া ১৯৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ওপেনার প্রভসিমরন সিংয়ের অপরাজিত ৮০ এবং অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের ৬৬ রানের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ২১ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় পাঞ্জাব। এই জয়ে উচ্ছ্বসিত প্রীতি জিনতা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দলের খেলোয়াড়দের প্রশংসা করার পাশাপাশি রিকি পন্টিংয়ের কোচিং ও শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। একইসঙ্গে দীর্ঘ এক যুগ ধরে ঝুলে থাকা সালমানের সেই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিয়ে ভক্তদের মাঝে বাড়তি উন্মাদনা তৈরি করেছেন এই বলিউড অভিনেত্রী।

থালাপতি বিজয়ের নামে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সময়টা ভালো যাচ্ছে না দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা এবং রাজনীতিক থালাপতি বিজয়ের। কিছুদিন আগে তার আসন্ন সিনেমা মুক্তির আগেই এইচডি প্রিন্টে পাইরেসি হয়। এমন দুঃসময়ের মাঝে আইনি বিপাকে অভিনেতা। নতুন খবর, তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে চেন্নাই পুলিশ।

জানা গেছে, আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে অনুমতি ছাড়া বিশাল জনসভা ও র‍্যালি করার অভিযোগে বৃহস্পতিবার তার বিরুদ্ধে এই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, চেন্নাইয়ের টি-নগর এলাকায় বিজয়ের রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। তবে এই কর্মসূচির জন্য আগে থেকে কোনো পুলিশি অনুমোদন নেওয়া হয়নি। জনবহুল এলাকায় এই র‍্যালির কারণে দীর্ঘ যানজট এবং জনদুর্ভোগ তৈরি হয়।

নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ফ্লাইং স্কোয়াড কর্মকর্তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে চেন্নাইয়ের মাম্বালাম থানা পুলিশ বিজয় এবং তার দলের নেতা এন আনন্দের নামে এই মামলাটি দায়ের করে। ভারতীয় দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় বেআইনি সমাবেশ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

র‍্যালির সময় থালাপতি একটি হুডখোলা গাড়িতে চড়ে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছিলেন, যার অনেক ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার হাজার ভক্ত ও আলোকসজ্জার কারণে ওই এলাকায় দীর্ঘক্ষণ যানচলাচল বন্ধ থাকে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিজয় আনুষ্ঠানিকভাবে তার রাজনৈতিক দল 'তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম' গঠনের ঘোষণা দেন। তিনি জানিয়েছিলেন, অভিনয়ের চেয়ে এখন থেকে জনসেবা ও রাজনীতিতেই বেশি সময় দেবেন।

ক্রিকেটপ্রেমী অভিষেক, তবুও যে কারনে আইপিএলে যুক্ত হননি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্রিকেটের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) কোনো দল কেনেননি বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এর পেছনের কারণ তুলে ধরেছেন তিনি।

অভিনয়ের পাশাপাশি খেলাধুলায় আগ্রহী অভিষেক জানান, স্কুলজীবন থেকেই ক্রীড়াচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে একাধিক পুরস্কারও জিতেছেন। পেশাগত ব্যস্ততার মধ্যেও সেই আগ্রহ বজায় রেখেছেন এবং ইতোমধ্যে কাবাডি ও ফুটবলে দল কিনেছেন।

তবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে দল কেনার সুযোগ থাকলেও শুরুতে তা থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। অভিষেকের ভাষ্য, আইপিএল শুরুর সময় তিনি ক্যারিয়ারের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলেন এবং সে সময় দল কেনার মতো আর্থিক সামর্থ্য তার ছিল না।

শুধু অর্থনৈতিক কারণই নয়, সিদ্ধান্তের পেছনে ছিল ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিও। তিনি জানান, তিনি এমন মালিক হতে চান না, যিনি শুধু গ্যালারিতে বসে উপস্থিতি জানান দেবেন। বরং কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত হলে খেলোয়াড়দের প্রস্তুতি, ডায়েট ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে চান।

এছাড়া আইপিএলের মতো বড় আসরে বিসিসিআইয়ের দক্ষ ব্যবস্থাপনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এমন একটি সুসংগঠিত কাঠামোয় তিনি ঠিক কী নতুন অবদান রাখতে পারবেন, তা নিয়েও তার মনে প্রশ্ন ছিল।

তবে ভবিষ্যতে আইপিএলে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নাকচ করেননি অভিষেক। পরিস্থিতি অনুকূলে এলে এই লিগে বিনিয়োগের কথা ভাবতে পারেন বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

প্রথমে ব্যাট, পরে ফিল্ডিং, দুই বিভাগেই বাজিমাত রিঙ্কুর!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তখন সদ্য ম্যাচ শেষ হয়েছে। হাসিমুখেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন অঙ্গকৃষ, রিঙ্কুরা। হাসিমুখে ঘোরাই স্বাভাবিক। ১৫৫ রান করে ম্যাচ টাই, সেখান থেকে সুপার ওভারে ম্যাচ জেতা – কেকেআরের জন্য কাল অনেক রসদ মজুত ছিল। সেই জন্যই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে এসে বেশ তৃপ্ত দেখাল নাইট অধিনায়ক রাহানেকে। বললেন,"আজ জয় নিয়ে বেশ খুশি। ১৬ ওভার ব্যাট করার পর যেভাবে আমরা ব্যাট করেছি, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। রিঙ্কুর ইনিংসটাই ফারাক গড়ে দিয়েছে।"

কেকেআর সমর্থকেরা রিঙ্কুর নতুন নাম দিয়ে ভূষিত করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইডেনে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে জেতালেন, গতকাল ৩১ রানের মধ্যে ৪ উইকেট চলে যাওয়ার পরে দলকে একা টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন রিঙ্কু। শেষে দিগভেষ রাঠীকে শেষ ওভারে ৪ বলে ৪ ছক্কা মেরে ভদ্রস্থ স্কোরে নিয়ে গেলেন কেকেআরের স্কোরকে। শুধু ৫১ বলে ৮৩ রানের ইনিংসই খেললেন না, দলকে পয়েন্টস টেবিলে উপরের দিকেও নিয়ে এলেন। এই নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করায় রিঙ্কু বললেন,"আমার লক্ষ্য ছিল, কী করে ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। আমি শুধু স্ট্রাইক রোটেট করতে চেয়েছি। আমার লক্ষ্য ছিল, ম্যাচটা শেষ অবধি নিয়ে যাওয়ার। তাই বেশি ঝুঁকি নিইনি। শেষ ওভারে স্পিনারকে বল করতে দেখেই আক্রমণে গেছি।"

শুধু ব্যাটে বড় ইনিংসই নয়, সুপার ওভারে দারুন একটি ক্যাচও নিয়েছেন রিঙ্কু। সেই নিয়েই তাঁকে জিজ্ঞেস করায় তাঁর উত্তর,"ছোট থেকেই ফিল্ডিং করতে ভালবাসি। আমি বেশি ফিট তাই জোরে দৌড়োতে পারি। মাঠে অনেকটা জায়গা কভার করা আমার পক্ষে সহজ।" সত্যিই তো, যেভাবে গতকাল মার্করামের ক্যাচ ধরলেন রিঙ্কু, তা তো প্রশংসাযোগ্য। লং অন বাউন্ডারির কাছে ক্যাচ ধরেছিলেন রোভম্যান পাওয়েল। ভারসাম্য রাখতে না পেরে লং অফের দিকে বল ছুঁড়ে দেন তিনি। রিঙ্কু সেখান থেকেই বেশ নাটকীয়ভাবে ক্যাচ ধরেন। এই নিয়ে রিঙ্কু বললেন,"আসলে আমি তৈরী ছিলাম না। কোনওভাবে বল ধরেছি।"

প্রথমে টানা ৫ ম্যাচ হার, সেখান থেকে টানা ২ ম্যাচ জয়। বাংলার এক বিখ্যাত বাণী রয়েছে,"রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে – যখনই বিপদে পড়িবে, আমাকে স্মরণ করিও। আমি রক্ষা করিব।" এই কথাটা আগামী সময়ে রিঙ্কু বললে বোধ হয় অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না।

যে কারণে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবছেন স্টোকস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এইতো কিছুদিন আগে মুখে মারাত্মকভাবে বলের আঘাতে চোটে পড়েন ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস। একটু এদিকসেদিক হলেই চোখে আঘাত করতো বল, যা আরও লম্বা সময়ের জন্য স্টোকসকে মাঠের বাইরে নিয়ে যেত।

মুখে বলের আঘাত পাওয়ার পর দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে বেন স্টোকসকে। এখনও মাঠের বাইরেই আছেন তিনি। তবে নিচ্ছেন ফেরার প্রস্তুতি। সাথে বলের আঘাতে আরও খারাপ কিছু হতে পারত ভেবে নিজেকে এখন ভাগ্যবানও মনে করছেন স্টোকস।

সম্প্রতি ইসিবিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইংলিশ টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস বলেছেন, ‘বলটা সরাসরি আমার মুখে আঘাত করে। খুবই মারাত্মক ছিল, তবে মজার ব্যাপার হলো, খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে এটাই হয়তো ভালো ফল ছিল।’

স্টোকস আরও বলেন, ‘যদি মাথা না ঘোরাতাম, কয়েক ইঞ্চি এদিক-সেদিক হলেই সম্ভবত এই সাক্ষাৎকার দিতে পারতাম না। যদিও এটা ঠিক করতে মুখে বড় ধরণের অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে, সব কিছু বিবেচনা করলে, আমি ভাগ্যবান ছিলাম, এর জন্য কৃতজ্ঞ। ভীতিকর পরিস্থিতি ছিল, তবে ভাগ্যক্রমে আমি এখনও এখানে আছি এবং সবকিছু ঠিক আছে।’

স্টোকসের মতে, ‘এটা (বলের আঘাতে পাওয়া চোট) স্পষ্টভাবেই আমাকে প্রায় এক মাস পিছিয়ে দিয়েছে, কারণ মৌসুমের শুরুতে ডারহামের হয়ে খেলার জন্য যে অবস্থায় থাকতে চেয়েছিলাম, সেখানে ফিরতে সময় লেগেছে। তাই আমাকে দ্রুত আবার নতুন করে পরিকল্পনা করতে হয়েছে, যাতে টেস্টের গ্রীষ্মের মৌসুম শুরুর আগে ডারহামের হয়ে কয়েকটি ম্যাচ খেলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি।’

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ টেস্টের সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। ৪ জুন লর্ডস টেস্ট দিয়ে শুরু হবে মাঠের লড়াই।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায়ের পর নতুন প্রতিশ্রুতি দিলেন এমবাপ্পে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বায়ার্ন মিউনিখের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়ার পর রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আবেগঘন এক বার্তা দিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এই পরাজয়ের যন্ত্রণা স্বীকার করলেও তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, তার দলকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং ঘুরে দাঁড়াতে হবে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে শিগগিরই সাফল্য ফিরে আসবে বলে ভক্তদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

রিয়ালের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ট্রফি জয়ের স্বপ্ন এখনো অধরাই থেকে গেল এমবাপ্পের জন্য। স্প্যানিশ জায়ান্টরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দ্বিতীয় লেগে দারুণ লড়াই করেও ৬-৪ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ছিটকে গেছে।

শেষ বাঁশি বাজার পর দুই লেগেই গোল করা এমবাপ্পে সোশাল মিডিয়ায় এই ফল নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে পুরো ম্যাচ জুড়ে দলের লড়াইয়ের প্রশংসা করেছেন।

এমবাপ্পে ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘আমরা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এটা যথেষ্ট ছিল না। এই ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যাওয়া হতাশাজনক। কিন্তু আমাদের সামনে তাকাতে হবে। এই ধরনের হতাশা যেন আর না করতে হয়, সেজন্য আমাদের নিজেদেরকে কঠোরভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। আমরা কখনো হাল ছাড়ব না। মাদ্রিদে ব্যর্থতা কখনো বিকল্প ছিল না, থাকবেও না। কিন্তু আমি আপনাদের একটা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি: আমরা আবার জিততে শুরু করব এবং খুব তাড়াতাড়ি।’

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR